ST. XAVIER'S SCHOOL, PURULIA

Class : VI **Sub : Beng. Lang.** **Date : 25.05.2020**

পদের শ্রেণিবিভাগ

পঞ্চম শ্রেণিতেই তোমরা পদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে পড়েছো। আশা করছি অধ্যায়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না। তাই বিশদ আলোচনাতে গেলাম না।

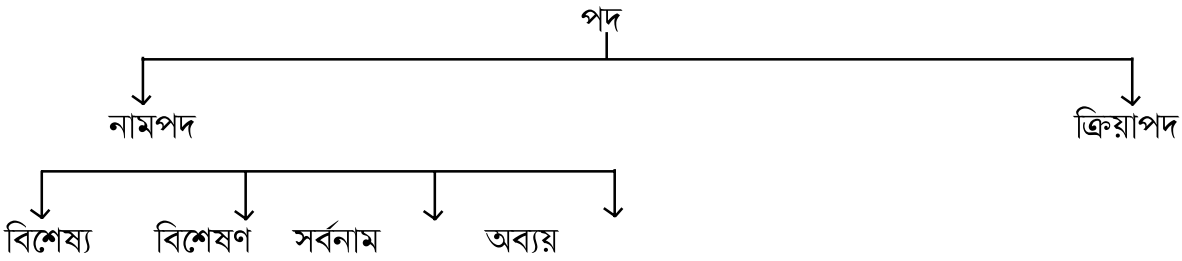

Half Yearly Exam. এর জন্য তোমাদের **বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম**- এই তিনটি পদ পড়তে হবে। প্রতিটি পদের সংজ্ঞা, উদাহরণ ও শ্রেণিভাগগুলি খাতায় লিখে মুখস্থ করবে।

বিশেষ্য পদ

● **পদ কাকে বলে ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।**

উঃ শব্দ যখন বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়, তখন তাকে পদ বলে। যেমন- গাছে থাকে পাখি। এই উদাহরণে তিনটি মূল শব্দ আছে গাছ্, থাক্, পাখি। এই মূল শব্দের সঙ্গে গাছ + এ = গাছে, থাক + এ = থাকে, পাখি-শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

● **বিশেষ্য পদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।**

উঃ যে পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, অবস্থা, কাজ ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন-

চিনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

এখানে 'চিনি' হল একটি বস্তুর নাম। তাই এটি হল বিশেষ্য পদ।

● **বিশেষ্য পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?**

উঃ বিশেষ্য পদকে আটভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল- সংজ্ঞাবাচক, বস্তুবাচক, জাতিবাচক, গুণবাচক, সমষ্টিবাচক, সংখ্যাবাচক, অবস্থাবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ।

বাড়ির কাজ

অনুশীলনী (বই এর ৪২, ৪৩ পাতা)

১। ঘ থেকে ট পর্যন্ত (৪২ পাতা)

২, ৩, ৪- বই-এ করবে।

বিশেষণ পদ

● **বিশেষণ পদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।**

উঃ যে পদ বিশেষ্য বা অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, ধর্ম ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন-

দশটি ছেলে মাঠে খেলছে।

এখানে 'দশটি' হল একটি সংখ্যা।

'দশটি' - বিশেষ্যের একটি সংখ্যা নির্দেশ করেছে। তাই এটি হল বিশেষণ পদ।

● **বিশেষণ পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?**

উঃ বিশেষণ পদকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল- বিশেষ্যের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ, সম্বন্ধবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ।

বাড়ির কাজ (বই-এর ৪৯ এবং ৫০ পাতা)

১। গ থেকে ঝ পর্যন্ত (৪৯ পাতা)

২, ৩, ৪, ৫ নং-এর প্রশ্নগুলি বই-এ করবে।

সর্বনামপদ

● **সর্বনাম পদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।**

উঃ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন-

সোমা ভালো মেয়ে। **সে** প্রতিদিন পড়াশোনা করে।

এখানে 'সোমা' পদটি একবার ব্যবহার করে অন্যক্ষেত্রে 'সে' ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শুনতে ভালো লাগে। 'সে' হল সর্বনাম পদ।

● **সর্বনাম পদকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?**

উঃ সর্বনাম পদকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল ব্যক্তিবাচক, আত্মবাচক, সমষ্টিবাচক, নির্দেশক, অনির্দেশক, প্রশ্নবাচক, সাপেক্ষ ও পারস্পরিক সর্বনাম পদ।

বাড়ির কাজ

অনুশীলনী (বই-এর ৪৬, ৪৭ পাতা)

১। গ থেকে ঞ পর্যন্ত (৪৬ পাতা)

৩, ৪, ৫ নং প্রশ্ন বই-এ করবে। (পেন্‌সিল দিয়ে)

অধ্যায় ৬ - পদ পরিবর্তন (৫৬ পাতা) অগ্নি থেকে তামাটে পর্যন্ত।

অধ্যায় ৮ - লিঙ্গ পরিবর্তন (৬৮, ৬৯ পাতা) গয়লা থেকে অজা পর্যন্ত।

অধ্যায় ৯ - বচন (৭৫ পাতা) সভ্য থেকে কাদের পর্যন্ত।

অধ্যায় ১১ - বিপরীতার্থক শব্দ (৮০ পাতা) অংশ থেকে শহুরে পর্যন্ত।

● ৬, ৮, ৯, ১১ নং অধ্যায়) মুখস্থ করে খাতায় করবে।

Writing Skill

প্রবন্ধ (২০০ শব্দ)

১। বইমেলা

২। দৈনন্দিন জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা

৩। তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা

৪। বিশ্ব মহামারী করোনা।

পত্র (১০০ থেকে ১২০ শব্দ)

১) মনে করো তোমার মা একজন নার্স (সমাজসেবী)। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি তোমাকে এবং পরিবারকে সময় দিতে পারছেন না। তোমার মনের অবস্থা জানিয়ে তোমার প্রিয় বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

****

ST. XAVIER'S SCHOOL, PURULIA

Class : VI **Sub : Beng. Lit.** **Date : 25.05.2020**

আজকের পাঠ ঃ- শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন

লেখক ঃ- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লেখক পরিচিতিঃ- বাংলা সাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত **'শব্দকবি'** নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর 'কল্লোল' যুগের যেসব লেখক তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্যতম। শুধু গল্প- উপন্যাস নয়, কবিতা রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ১৯২৮ বঙ্গাব্দে **'প্রবাসী'** পত্রিকায় নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামে জীবনীগ্রন্থ (চার-খন্ডে সমাপ্ত) লিখে অসামান্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য জীবনী গ্রন্থগুলি হল 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি', 'অখন্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল- 'ইন্দ্রানী', 'কাক জ্যোৎস্না', 'রূপসী রাত্রি' 'প্রচ্ছন্দপট ', 'প্রিয়া ও পৃথিবী' , 'মন্দাক্রান্তা' প্রভৃতি।

পাঠের মূলভাবঃ- স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা এই রচনাতে বিবৃত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেনের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। প্রথম জীবনে নরেন, রামকৃষ্ণ ও তাঁর ঈশ্বর চিন্তা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। মাটির মূর্তির আরাধনার যৌক্তিকতা নিয়ে নরেনের মনে বারবার প্রশ্ন দেখা দেয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন জগতে যা কিছু ভালোমন্দ সবই মায়ের দান। ১৮৮৪ সালের শুরুতে নরেনের বাবা হঠাৎ হৃদ-ব্যর্থতায় মারা যান এবং পরিবারকে অত্যন্ত দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হয়। বাড়িতে খাওয়ার জন্য ছয় সাতটি মুখ ছিল। পাওনাদাররা দরজার কড়া নাড়ত, আত্মীয়রা পর্যন্ত শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন। অনাহারকে সম্বল করে কাজের সন্ধান করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। তিনি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যে বিশ্বের কোথাও নিঃস্বার্থ সহানুভূতির মতো বিষয় আছে কিনা। একবার নরেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ঐশী মাকে প্রার্থনা জানানোর অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকেই নিজের অভাব অনটনের কথা মাকে জানাতে বলেন। নরেন যখন কালী মন্দিরে ঢুকলেন, তিনি মায়ের প্রতিমূর্তির সামনে যখন দাঁড়ালেন তখন তিনি মাকে জীবন্ত দেবী হিসেবে দেখলেন, যিনি প্রজ্ঞা ও মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র পার্থিব জিনিসের জন্য (টাকা-পয়সা) প্রার্থনা করতে তিনি বারবার বিফল হন। তিনি বাহ্যিক সুখের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ সুখ চেয়ে বসেছিলেন। তিনি কেবল জ্ঞান, ত্যাগ, প্রেম ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে তিনবার রামকৃষ্ণের নির্দেশে মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং টাকার বদলে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্য চেয়েছিলেন। এটি ছিল নরেনের জন্য খুব সমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা।

পাঠের উৎস- অচিন্ত্যকুমার রচিত **'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'** গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড থেকে পাঠ্যাংশটি গৃহীত। **শব্দার্থ-** পরাভূত- পরাজিত, লাঘব- হ্রাস, সুপারিশ- অন্যের জন্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কাছে অনুরোধ, প্রস্তর- প্রতিমা- পাথরের মূর্তি, ম্লান- মলিন, বিষন্ন, ক্লেশভরা- কষ্টের বোঝা, সচ্ছলতা- সমৃদ্ধি, সমর্পণ- নিবেদেন, সমারূঢ়া- অধিষ্ঠিতা, আনাড়ি- যার নাড়ি জ্ঞান নেই বা বোকা, আকাট- নিরেট, পদচ্ছায়ে- পায়ের ছায়ায়, পদতলে।

প্রশ্নাবলী

পদ পরিবর্তনঃ- চঞ্চল- চঞ্চলা, আকুল- আকুলতা, স্নিগ্ধ-স্নেহ, উচ্ছল- উচ্ছলতা, দারিদ্র্য- দারিদ্রতা, অভিযোগ- অভিযুক্ত, মুগ্ধ- মোহ, বিহ্বল-বিহ্বলতা, ঘনিষ্ট- ঘনিষ্টতা।

বিপরীত শব্দঃ- হেঁট- উদ্ধত, দুঃখ- সুখ, স্থায়ী- অস্থায়ী, পরাভূত- বিজিত, সুন্দরী- কুৎসিত, প্রাণময়ী- প্রস্তরময়ী, অবসান- সূচনা, চঞ্চল-অচঞ্চল।

লিঙ্গ পরিবর্তনঃ- মা-বাবা, ভাই-বোন, প্রাণময়ী- প্রাণময়, জননী-জনক, সুন্দরী-সুন্দর, প্রস্তরময়ী- প্রস্তরময়, সুভাষিনী- সুভাষ।

● 'প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে।'

কার কোন্ প্রার্থনার কথা এখানে বলা হয়েছে ? কে কার কাছে কখন ঐ প্রার্থনা করতে বলেছিলেন ? 'রাত্রির অবসান হবে' কথাগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর।

উঃ উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশটি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন নামক পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত। এখানে পিতৃহারা নরেনের অভাব অনটনে জর্জরিত পরিবারের কষ্টের লাঘব হওয়ার মিনতি, স্থায়ী চাকরি বাকরি, টাকা-কড়ির মুখ দেখার তথা পরিবারে থাকা মা-ভাই বোনের মুখে হাসি ফোটানোর প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

নরেনের অভাব অনটনের কথা জেনে ঠাকুর তথা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকেই ঐশী মায়ের কাছে নিজের কষ্টের কথা জানাতে বলেন। সেই সঙ্গে এটাও বলেন যে সে যা চাইবে তাই পাবে। লুট করেও মায়ের ভান্ডার শেষ করতে পারবে না সে। তাই মনে বিশ্বাস রেখে মঙ্গলবার রাত্রে কালীঘরে ঢুকে মাকে প্রণাম করলে এবং প্রার্থনা করলে সব পাওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি।

পিতৃবিয়োগের পর নরেন এবং তার পরিবারকে নানা ঝামেলা এবং অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। অনাহারকে সম্বল করে নরেন কাজের সন্ধান করেন কিন্তু বিফল হন। এইরকম পরিস্থিতিতে সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির হন এবং মায়ের কাছে তাঁকে প্রার্থনা জানাতে বলে। ঠাকুর নরেনকে মঙ্গলবার রাত্রিতে নিজের মনের আকুতি মিনতি জানাতে বলেন এবং আশ্বাস দেন ঐশী মা অবশ্যই তার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন। নরেনের মনে আশার প্রদীপ জ্বলে এবং সে ভাবে প্রার্থনা করা মাত্রই তার জীবনের অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে। সংসাদে সৌন্দর্যে তাদের ঘর দুয়ার ভরে যাবে। দক্ষিণ দিকে বয়ে যাওয়া শীতল বাতাসের মতো তাদের বাড়িতে সচ্ছলতা আসবে।

বাড়ির কাজ

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (১-৮)

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী (১, ৩, ৪, ৫, ৬)

৩। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী। (১, ৭)

****